দৈনিক সংবাদ

JUN 07 2002

সরজমিন ময়মনসিংহ

সাক্ষরতা আন্দোলনের নামে লাখ লাখ টাকার অপচয়

জিল্লুর রহমান খান ॥ ময়মনসিংহ জেলায় সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন (টিএলএস) কর্মসূচির নামে ব্যাপকভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি এবং তদারকির অভাবে সরকারের লাখ লাখ টাকা অপচয় হচ্ছে। অন্যদিকে কর্মসূচি ভেস্তে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

'জাগ্রত ময়মনসিংহ' সমিতির আওতায় ময়মনসিংহ জেলার হালুয়াঘাট, ধোবাউড়া এবং ময়মনসিংহ পৌর এলাকায় ৩য় পর্যায়ে টিএলএম কর্মসূচি শুরু হয়েছে। হালুয়াঘাট উপজেলায় ৩৮ হাজার ৭শ' ৮১ পুরুষ এবং ৩৬ হাজার ১০ জন মহিলা শিক্ষার্থীর জন্য মোট ২ হাজার ৪শ' ৯৭টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ধোবাউড়া উপজেলায় ২১ হাজার ৬শ' ৩৫ পুরুষ এবং ২১ হাজার ৫ জন মহিলা শিক্ষার্থীর জন্য মোট ১ হাজার ৪শ' ২১টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। ময়মনসিংহ পৌরসভায় ৫ হাজার ২শ' ৮০ পুরুষ ও ৫ হাজার ৪শ' ৩০ জন মহিলা শিক্ষার্থীর জন্য মোট ৩শ' ৫৭টি শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। হালুয়াঘাট উপজেলায় ১১ই ফেব্রুয়ারি থেকে এবং ধোবাউড়া উপজেলায় ১০ই মার্চ থেকে এবং ময়মনসিংহ পৌরসভা এলাকায় ২রা মে থেকে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন শুরু করা হয়েছে। হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্র সরজমিন পরিদর্শন করে ব্যাপক দুর্নীতি-অনিয়ম দেখা গেছে। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে যেসব উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে তার প্রায় প্রতিটি উপকরণ নিম্নমানের। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষার্থীদের জন্য ২২ গজ চট দেয়ার কথা থাকলেও সেখানে তা দেয়া হয়নি। পুরুষ শিক্ষা কেন্দ্রে ৬টি করে হারিকেন দেয়ার কথা থাকলেও সেসব কেন্দ্রে ৫টি করে দেয়া হয়েছে। হারিকেনগুলো নিম্নমানের এবং অনেকগুলো দিয়ে কেরোসিন পড়ে যায় বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেছেন। কেন্দ্রে যে চক সরবরাহ করা হয়েছে সে চক দিয়ে বোর্ডে বা শ্লেটে লেখার পূর্বেই ঝরঝর করে ঝরে পড়ে। শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শনের সময় কোন কেন্দ্রে ১ জন আবার কোন কেন্দ্রে ৩ জন শিক্ষার্থীও পাওয়া গেছে। মহিলা শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিদর্শনে গেলে খবর পেয়ে কিছু শিক্ষার্থীকে ছুটে আসতে দেখা যায়। পুরুষ কেন্দ্রগুলোর অবস্থা আরও করুণ। কিছু কিছু কেন্দ্রে ২/৪ জন শিক্ষার্থী পাওয়া গেলেও অধিকাংশ পুরুষ কেন্দ্র বন্ধ দেখা গেছে। সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির নিয়ম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর বয়স ১১ থেকে ৪৫ বছর হওয়ার কথা; কিন্তু প্রায় কেন্দ্রেই ৫০/৬০ বছর বয়সের অধিকাংশ শিক্ষার্থী দেখা গেছে। এছাড়া এমন শিক্ষার্থী পাওয়া গেছে যারা পূর্বেই কিছু কিছু লেখাপড়া করেছে। ধোবাউড়া উপজেলার কেন্দ্র শিক্ষক ও সুপারভাইজারগণ দু'মাস যাবৎ তাদের সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফলে এ কর্মসূচিকে সফল করার জন্য তাদের উৎসাহ নেই। এছাড়া প্রশিক্ষণকালে যে ভাতা দেয়ার কথা ছিল তাও তারা এখনও পাননি বলে অভিযোগ করেছেন। এ ব্যাপারে ৫ই জুন 'জাগ্রত ময়মনসিংহে' সেলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, উপজেলা থেকে সম্মানী ভাতার বিল পাওয়া যায়নি বলে ভাতা দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এছাড়া প্রত্যেক পুরুষ কেন্দ্রের জন্য প্রথম মাসে ৭/৮ লিটার করে কেরোসিন সরবরাহ করা হয়। পরবর্তী মাসে প্রতিকেন্দ্রে তেলের জন্য ২শ' ২৫ টাকা দেয়ার কথা এবং মাসশেষে বিল দেয়া হবে। যেখানে কেন্দ্র শিক্ষকরা তাদের সম্মানী ভাতা পাচ্ছেন না সেখানে কেরোসিন তেল ক্রয় করা তো দূরের কথা অধিকাংশ শিক্ষা কেন্দ্র এ জন্য বন্ধ থাকে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, উপজেলা থেকে ভাউচারের পর ভাউচার দিয়ে টাকা তোলার হরিলুট চলছে; কিন্তু তা কেন্দ্রগুলোতে না পৌছার দরুন সেখানে পড়ালেখা ব্যাহত হচ্ছে।

এছাড়া কেন্দ্রগুলোতে রীতিমত তদারকি করা হচ্ছে না বলে ময়মনসিংহ সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন কর্মসূচির ৩য় পর্যায় ভেস্তে যেতে বসেছে। সরকারের লাখ লাখ টাকা খরচ করা হচ্ছে ঠিকই; কিন্তু ফলাফল হবে শূন্য। মহিলাদের শিক্ষা কেন্দ্রগুলো মাঝে-মধ্যে সরকারি কর্মকর্তাগণ তদারকি করলেও রাতের বেলায় পুরুষ কেন্দ্রগুলো তদারকির কোন নজির পাওয়া যায়নি।

সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের ১ম ও ২য় পর্যায়ে ময়মনসিংহ শহরের বিভিন্ন পেশার লোক স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন কেন্দ্রের তদারকি করেছেন সফলভাবে; কিন্তু যারা তদারকি কমিটিতে সফলভাবে কাজ করেছেন টিএলএস কর্মসূচির ৩য় পর্যায়ে সেসব সম্মানিত ব্যক্তিদের তদারকি কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ময়মনসিংহ থেকে তদারকি করার জন্য যারা যান তাদের অনেকেই রাতের বেলায় গ্রামের ভেতরের পুরুষ শিক্ষা কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করার সুযোগ পাচ্ছেন না। ফলে অধিকাংশ পুরুষ কেন্দ্রে রয়েছে বেশি অনিয়ম। এছাড়া অনেক শিক্ষা কেন্দ্রে শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছে দুর্নীতি। যেসব শিক্ষক কেন্দ্র শিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন তাদের মধ্যে অধিকাংশ শিক্ষক কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষাদান করছেন না। সেখানে, সেই শিক্ষকের বদলে অন্যজন শিক্ষাদান করছেন। হালুয়াঘাট ও ধোবাউড়া উপজেলার অনেকের সঙ্গে কথা হয়েছে। নাম প্রকাশ না করা শর্তে তাঁরা জানান, যে সময়ে সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলনের জন্য নির্ধারণ করেছে তা এ এলাকায় জন্য প্রযোজ্য হয়নি। এ এলাকার অধিকাংশই শ্রমিক দিল আনে দিন খায়। এ সময়টা ধান কাটা ও ধান লাগানোর সময় বলে লোকজন এলাকা ছেড়ে দূরে চলে গিয়ে কাজ করে। এ জন্য কেন্দ্রগুলোতে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কম। এছাড়া কর্মসূচি শুরুর পূর্বে যে জরিপ করা হয়েছিল তাতে ভুল রয়েছে। এ কর্মসূচি এভাবে চললে শুধু সরকারের টাকা খরচ হবে; কিন্তু ফলাফল দাঁড়াবে শূন্য। তারা বলেন, এ কর্মসূচি হেমন্ত মৌসুমের শেষদিকে শুরু করলে সফল হতো।